Rajshahi University journal of arts & law Vol. 49 (2021) pp. 19-36
ISSN 2309-0898

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালে মহিলা সাহাবীগণের শোকগাথা: একটি পর্যালোচনা

জিয়াউর রহমান খান

Abstract

The Pressing desire to manifest the impact of the Prophet Muhammad(s.)'s personality on the hearts of Muslims in general, and poets and poetesses in particular urged us to attempt distinguishing elegy by its artistic formation and fashioning that required us to check literary texts and genre in this field. An Elegy is a poem or song that serves as a lament for a celebration of deceased person contains across Arabic literacy from pre-Islamic down to modern periods. The elements of an elegy reflect the stages of loss focusing on grief commemorating the life and achievements of a person with solace for his death. The art of elegy is similar to that of eulogy in terms of mentioning one's realistic good deeds, achievements, love, sacrifice, kindness, generosity, ideology and praiseworthiness of virtues practices. Many poetesses of the companions of the Prophet(s) composed elegiac poems praising his good deeds with sorrows for loss after his sad demise. There is no significant impact of the new life of Islam over their methodology in the elegy composition, except what they usually mention in solace that is calling on others to bear the loss by reminding people that the world is not a permanent home for every mankind. These Poetesses of Prophet's companions used the same expressions means for eulogy in the elegy, as used by the poets across Arabic literary periods. Their elegiac poem has the aspects of crying over the deceased showing their grievances and sadness over his sad demise remembering his good deeds, ideologies, love and affection left behind, and regretting over the loss of those excellent qualities after him, and the Solace to call others to bear those losses. The examples are cited accordingly in the article for the elegiac poems of Arwa bint 'Abdul Muttalib (R.), 'Atika bint 'Abdul Muttalib (R.), Hind bint Athatha (R.) etc.

ভূমিকা

কবিতাই ছিল আরব সমাজের জীবন প্রণালী। কবিতা ছাড়া আরবদের জীবন যাপন কল্পনা করা যেত না। তাদের ছিল স্বভাব কবিকুল।[১] নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এভাবেই বেড়ে উঠেছে। আরবী কাব্য ভাণ্ডার পুরুষদের রচিত কবিতায় যেমন পরিপূর্ণ, তেমনি তা নারীদের রচিত কবিতায়ও সমৃদ্ধ। জাহেলী আরব সমাজ আর ইসলামী আরব সমাজ উভয়টিতেই কাব্য রচনার এ ধারা বিরাজমান। ইসলামী যুগে সাহাবীগণও কাব্যচর্চা করেন, কেননা তাঁরা কবিতা পছন্দ করতেন এবং কবিতা বলতেন। কবিতার প্রতি এমন প্রগাঢ় আকর্ষণের কারণে বলা হয়ে থাকে এমন একজন সাহাবী নাই যিনি কবিতা বলেননি।[২] তৎকালীন সমাজে কাব্য রচনায় পুরুষদের তুলনায় নারীরাও কম ছিলেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাব্যিক বিচারে নারীরা পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছেন।[৩] কাব্য বিদগ্ধ সে সকল নারী সাহাবীদের সংখ্যাও অনেক বেশি। হযরত উম্মু আইমান (রা.), আরওয়া (রা.), সাফিয়া (রা.), আতিকা (রা.), হিন্দা বিন্ত রাবি'আ (রা.), হিন্দা বিন্ত আসাসা (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.) সহ অসংখ্য মহিলা সাহাবীর নাম এ তালিকায় আরবী কাব্য সাহিত্যে ভাস্বর হয়ে আছে।

মহিলা সাহাবীদের কাব্য চর্চা

আরবী কাব্য জগৎ অসংখ্য নারী সাহাবীর পদচারণায় মুখরিত। যারা ছিলেন কাব্য বিদগ্ধ। যাদের রচিত কাব্যমালা আরবী কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সুস্থ ধারার কাব্য রচনায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন

করেছেন তাঁদের মধ্যে আসমা বিন্ত আবূ বাকর (রা.) অন্যতম একজন মহিয়সী। তাঁকে যাতুন নেতাকাইন বলা হয়।[৪] তিনি তৎকালীন সময়ের প্রাঞ্জল ভাষী ও উঁচু মানের একজন কবি ছিলেন।[৫] স্বামী ও সন্তানের শোকে তাঁর শোকগাথার সন্ধান পাওয়া যায়।[৬] যয়নাব বিন্ত আ'ওয়ামও একজন কাব্য বিদগ্ধ মহিয়সী। তিনি ছিলেন যুবাইরের বোন। তাঁর ছেলে হারবুল জামালে শহীদ হয়েছিল। পুত্র শোকে তিনি শোকগাথা রচনা করেছিলেন।[৭] কবি আল খানসা (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ আরব মহিলা কবি।[৮] তাঁর শোকগাথা কাব্য প্রেমিদের ব্যথাতুর করে তোলে। তাঁর মেয়ে আমরা বিন্ত মিরদাস বিন আবী আমেরও ছিলেন একজন উঁচু মানের কবি।[৯] তিনি তাঁর ভাই ইয়াজিদের শোকে শোকগাথা রচনা করেন।[১০] এছাড়াও তাঁর অন্য কবিতা রয়েছে।[১১] এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দুধ বোন সীমার কিছু কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়[১২], 'আতিকা বিন্ত যায়দ এরও বেশ কিছু কবিতা দেখতে পাওয়া যায়।[১৩] সন্ধান পাওয়া যায় রুকাইয়া বিন্ত উবাই, দুর্‌রা বিন্ত আবী লাহাবের অনেক কবিতার।[১৪] এছাড়াও বিপুল সংখ্যক মহিলা সাহাবীর কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, যে কবিতাগুলো আরবী কাব্যের বিশাল ভাণ্ডারের সাথে যুক্ত হয়ে আরবী কাব্য সাহিত্যে নারী সাহাবীদের কর্ম প্রচেষ্টার দলীল হয়ে রয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালে যে বিপুল সংখ্যক মহিলা সাহাবী 'রছা' বা শোকগাথা রচনা করেছিলেন সে শোকগাথা গুলো আরবী কাব্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আজও বেঁচে আছে। সে সকল শোকগাথার মাধ্যমে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্মৃতি, ভালোবাসা, করুণা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

শোকগাথার পরিচয়

শোকগাথার আরবী প্রতিশব্দ الرثاء -এটি বাবে نصر-ينصر এর মাসদার। এর মূল বর্ণ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এর মূল বর্ণ-رثى আবার কেউ কেউ বলেছেন এর মূল বর্ণ رثو [১৫]।

الرثاء-এর শব্দিক অর্থ সম্পর্কে অভিধানে বলা হয়েছে: رثى الميت : خلط وضرب অর্থাৎ মিলিয়ে যাওয়া, প্রহার করা[১৬]। আর الرثو শব্দের অর্থ হল: الرثيئة من اللبن অর্থাৎ ফেটে যাওয়া দুধ[১৭]।

لسان العرب গ্রন্থে বলা হয়েছে:[১৮]

اللبن الحامض يحلب عليه فيخثر

অর্থাৎ ফেটে যাওয়া দুধের মধ্য থেকে দুধের অংশটুকু বের করে নিয়ে ছানায় পরিণত করা।

এবং বাংলা ভাষায় الرثاء শব্দটি শোক করা, শোক প্রকাশ করা, বিলাপ করা, দুঃখ অনুভব করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৯]

পরিভাষায় মৃত ব্যক্তির ক্ষমতা, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য এবং তার সৎ গুণাবলি উল্লেখ করে শোকাহত ও শোকাভিভূত হয়ে আফসোস, আক্ষেপ এবং ব্যথা বেদনা প্রকাশ করে যে কবিতা রচনা করা হয় তাকেই الرثاء বলে।[২০]

ইনাআম আল জুনদী বলেন:[২১]

التفجع على المية ، والثناء على فضاءله ، فهو فى هذه الحال ، كالمديح ، ولكنه موجه الى الميت

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং তার গুনাবলীর প্রশংসা করা। যদিও সে এ অবস্থাতে তার প্রশংসাকারী হিসাবে বিবেচিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মৃত ব্যক্তির প্রতি মনোযোগী।

অনুরূপ ভাবে আহম্মদ হাসেমী বলেন:[২২]

وهو تعدار مناقب الميت واظهار التفجع *والتهلف* عليه واستعظام المصيبة فيه

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির শৌর্য-বীর্য ও তার সৎ গুণাবলীর কথা উল্লেখ করত শোকাভিভূত হয়ে ব্যথা-বেদনা, আফসোস ও আক্ষেপ প্রকাশ করার নাম الرثاء ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পূর্বাপর অবস্থা ও সাহাবীগণের শোকাবহতা

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওতী দায়িত্ব[২৩] পালন করে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন।

ইন্তিকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) ১৩/১৪ দিন অসুস্থ অবস্থায় থাকেন।[২৪] অসুস্থতার সূত্রপাত হয় একাদশ হিজরীর সফর মাসের ২৮ বা ২৯ তারিখ। সেদিন তিনি জান্নাতুল বাকীতে এক জানাযা থেকে বাড়ী ফিরেছিলেন।[২৫] ক্রমেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রোগের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এ অসুস্থতার মাঝেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের উপদেশ দেয়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তাঁর উপর সাত মশক পানি ঢালার নির্দেশ দেন।[২৬] হযরত হাফসা (রা.) এর একটা বড় পাত্রে বসিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর পানি ঢালা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে গিয়ে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে নসীহত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এসময় মহান আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে জগতের সকল নেয়ামতের বা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যের যে কোনো একটা বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিলে বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্যকেই বেছে নিয়েছে বলে জানান।[২৭] সকল সাহাবীদের মধ্যে কেবল হযরত আবূ বাকর (রা.) বুঝে ফেলেন সে বান্দা আর কেউ নন তিনি হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন তিনি কেঁদে ফেলেন।[২৮] ইন্তিকালের পূর্বে অন্য একদিন তিনি মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করে পর পর তিনবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।[২৯] তখন সাহাবীরা আবূ বাকরের ইমামতিতে নামায আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হুজরা থেকে সাহাবীদের নামায আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করেন। ইন্তিকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শেষ উপদেশ ছিল- الصلاة ومامَلكت ايمانكم অর্থাৎ নামায আর তোমাদের অধিনস্থ ব্যক্তিবর্গ।[৩০] ইন্তিকালের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শরীরে খাইবারের ইহুদী নারীর দেওয়া খাদ্যের বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।[৩১] এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছিলেন ' اللهم اعني على سكرات الموت ' অর্থাৎ হে আল্লাহ মৃত্যু যাতনায় আমাকে সাহায্য করুন।[৩২]রাসূলুল্লাহ (সা.) ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার হযরত আয়েশা (রা.) এর ঘরে তাঁর কোলে মাথা রেখে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান।[৩৩]রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকাল সাহাবীদের চরম দুঃখ, শোক, কষ্ট আর বেদনায় ছেয়ে ফেলে। প্রিয়জন হারানোর শোক তাঁদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। হযরত উমর (রা.) যেন উম্মাদ হয়ে যান। তিনি বলতে থাকেন রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুবরণ করেননি।[৩৪] উসমান (রা.) মনে করেন যেন তাঁর পায়ের নীচে মাটি নাই।[৩৫] এক কথায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিয়োগ ব্যথায় অস্থির হয়ে হাহাকার করে ফিরছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দাফনের পর হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত আনাস (রা.) কে বলেছিলেন তুমি কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মাটি চাপা দিতে পারলে?[৩৬]রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মৃত্যুর এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকাচ্ছন্ন সাহাবীদের অনেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্মরণে শোকগাথা রচনা করেন। যাদের মাঝে অনেক মহিলা সাহাবীও শোকগাথা রচনা করে তাঁদের দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন।

উম্মু আয়মান (রা.): তাঁর আসল নাম বারাকা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ধাত্রী এবং রাসূল (সা.) এর পিতা আব্দুল্লাহর দাসী। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।[৩৭] জাহিলী যুগে উবাইদের সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি বিধবা হয়ে রাসূল (সা.) এর নিকট ফিরে আসেন।[৩৮] রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে যান। বুকভরা

আক্ষেপ আর কষ্ট নিয়ে তিনি শোকগাথা রচনা করেন। যে রচনায় আল্লাহর ওহী ও আল্লাহর রাসূল কে হারানোর কষ্ট একাকার হতে দেখা যায়। যেমন তিনি বলেন:[৩৯]

عين جودي فإن فى بذالك الدمـ ـع شفاء فأكثري من البكاء
حين قالوا الرسول أمسى فقيدا ميتا كان ذاك كل البلاء
وابكيا خير من رزئناه فى الدنـ ـيا ومن خصه بوحي السماء

"হে আমার চোখ! আজ তুমি অকৃপণভাবে অশ্রু বিসর্জন দাও, কারণ তোমার অশ্রু বিসর্জনেই আমার প্রশান্তি। সুতরাং তুমি বেশী বেশী কাঁদো;

যখন তারা আমাকে জানালো, রাসূল (সা.) গতকাল ইন্তিকাল করে বিদায় নিয়েছেন, আমি যেন সমূহ বিপদের প্রমাদ গুনলাম;

(হে আমার চক্ষু) তুমি জগত শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্য আঝোরে কাঁদো, যার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আসমান হতে তাঁর প্রতি অহী আসতো।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পর আবূ বাকর ও উমর (রা.) উম্মু আয়মানের সাথে দেখা করতে গেলে তাঁদের দেখেই উম্মু আয়মান ডুকরে কেঁদে ওঠেন এবং তাঁদের কাছেও রাসূল ও অহী হারানোর জন্য আক্ষেপ করেন।[৪০]রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিয়োগ ব্যথা সহ্য করা উম্মু আয়মানের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কারণ তিনি তো সেই রাসূল, উম্মু আয়মান বিধবা হয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁকে প্রাচুর্যময় করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী রমণীকে বিবাহ করে খুশী হতে চায়, সে যেন উম্মু আয়মানকে বিবাহ করে।[৪১] একজন অনারব দাসীর প্রতি নাবীর শ্রদ্ধা, সম্মান আর ভালবাসা তাঁকে বিগলিত করেছিল। যখনই উম্মু আয়মানের সাথে রাসূল (সা.) এর সাক্ষাৎ হতো তিনি তাঁকে আম্মা আম্মা বলে ডাকতেন।[৪২] তাইতো উম্মু আয়মান বলেন:[৪৩]

فقلد كان ما علمت وصولا ولقد جاء رحمة بالضياء

"নিশ্চয় আমি তাঁর মতো দানশীল কাউকে জানিনা। নিশ্চয় তিনি শুভ্র অনুগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন।"

ছোটকাল থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে লালন-পালন করা উম্মু আয়মান তাঁকে আলোকিত সূর্যের মত মনে করতেন। যে আলোতে বিশ্বের সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। অন্ধকারে নিমজ্জিত গোটা মক্কার অধিবাসীদের তিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথে আহ্বান করেন। প্রথমাবস্থায় সে আহ্বানে কুরাইশ, কুশাই, কা'ব ইবন লুআ'ই, আব্দে মানাফ বংশ সাড়া না দিলেও এবং আবূ লাহাবের মত আপনজনরা তাঁকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলেও[৪৪] পরবর্তীতে গোটা আরবই তাঁর আনীত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। রাসূল (সা.) তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ও তাঁর আদর্শ আর ভালবাসায় সকলকে জয় করে নেন।

তাইতো উম্মু আয়মান বলেন:[৪৫]

ولقد كان بعد ذلك نورا وسراجا ينير في الظلماء
طيب العود والضربية والمعد ن والخيم، خاتم الأنبياء

"তিনি ছিলেন আলোকিত সূর্য সমান। যার আলোয় উদ্ভাসিত হয় হাজার বছরের অন্ধকার;

সুবাসিত হৃদয়, আদর্শচরিত্রের অপরূপ খনি, সকল নাবীর শেষ নাবী তিনি।"

'আরওয়া বিন্ত 'আব্দুল মোত্তালিব (রা.): তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ফুফু। তিনি রাসূল (সা.) কে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। বিভিন্ন কাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সাহস যোগাতেন। তিনি মক্কাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন।[৪৬] তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। ভাতিজা

রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজেকে নিজেই ভর্ৎসনা করেন। হাজারো অশ্রু বিসর্জন আর রোদন যেন তাঁর কাছে অপ্রতুল মনে হচ্ছিল। রাসূল (সা.) যেন তাঁর কাছে উজ্জ্বল আলোর আরেক নাম। যেমন মহান আল্লাহ তাঁকে অভিহিত করেছেন।[৪৭] হযরত আরওয়া (রা.) এর ভাষায়-[৪৮]

ألا يا عين ويحك أسعديني بدمعك ما بقيت وطاوعيني
ألا يا عين ويحك فاستهلي على نور البلاد وأسعديني
على نور البلاد معا جميعا رسول الله أحمد فاتركيني

"হে আমার চোখ! তোমার অকল্যাণ হোক। তোমার অক্ষি গোলকের সকল অশ্রু বিসর্জন করে আজ ধন্য হও;

হে আমার চোখ! তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি কাঁদো, কাঁদো এই বিশ্বের আলোকবর্তিকার তরে আর আমাকে ধন্য করো; (আরো কাঁদো) জান্নাতের নূর আল্লাহর রাসূল আহমদ (সা.) এর জন্য। যিনি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন উম্মতের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। তাই দেখা যায় উহুদের যুদ্ধে যখন কাফেরদের আঘাতে রাসূল (সা.) আহত হন আর তাঁর পবিত্র মুখ মণ্ডল থেকে প্রচুর রক্ত ঝড়তে থাকে[৪৯] এবং তাঁর মৃত্যুর মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পড়ে, তখন জনৈক মহিলা উহুদের দিকে দৌড়াতে থাকেন যার পিতা, স্বামী, সন্তান সবাই শহীদ হলেও তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জীবিত দেখে সব শোক হাসিমুখে বরণ করে নেন।[৫০] একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন দয়াপ্রবণ, ক্ষমার আধার। যার চরিত্রে কোন রূঢ়তা ছিলনা। তাই দেখা যায় বদর যুদ্ধে দাগী আসামি মক্কার বন্দী কাফেরদেরকেও তিনি হত্যা না করে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন।[৫১] পৃথিবীতে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন শিক্ষক রূপে। আর তাঁর থেকেই সকল সাহাবী সকল প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করতেন। আল্লাহর নির্দেশও সেটাই ছিল।[৫২] সুতরাং এমন মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধানে সকলেরই ক্রন্দন করা উচিৎ। আর তাই আরওয়া (রা.) বলেন:[৫৩]

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا
وكنت رحيما هاديا ومعلما لبيك عليك اليوم من يك باكيا

"হে আল্লাহর রাসূল তুমি ছিলে আমাদের আশা আকাঙ্খা আর ছিলে আমাদের (প্রতি অতিশয়) সদয়, তোমার (চরিত্রে) ছিলনা কোনরূপ রূঢ়তা;

তুমি ছিলে হৃদয়বান সৎপথের প্রদর্শক ও শিক্ষক। সুতরাং আজ যারা কাঁদতে চায় তাদের (হৃদয় উজাড় করে) কাঁদা উচিৎ।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াতের বয়স ছিল ২৩ বছর। এই ২৩ বছরে বিভিন্ন কারণ ও সময়ে তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়।[৫৪] তিনি তাঁর এই নবুওয়াত ও রেসালতের জীবনে জগতের মানুষের কাছে তাঁর রেসালাত যথাযথভাবে পৌঁছে দেন। তাই দেখা যায় যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্ব পালন করেন, তখন তিনি উপস্থিত লক্ষাধিক সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন তিনি আল্লাহর রেসালাত ঠিকভাবে তাঁদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন কিনা? জবাবে তাঁরা হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে তিনি বলেন اللهم اشهد।[৫৫] অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী হউন। রাসূল (সা.) তাঁর প্রতি আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তাঁর উম্মতের প্রতি বুকভরা দরদ আর ভালবাসা নিয়ে তাঁর রবের সাথে মিলিত হন। এমনকি মৃত্যুর সময়ও তাঁর নির্মল ও স্বচ্ছ হৃদয়ের ভালবাসা থেকে উম্মতকে অসিয়ত করে যান।[৫৬] আর তাই আরওয়া (রা.) রাসূল (সা.)

এর সেই রেসালাতের দায়িত্ব পালন এবং তাঁর স্বচ্ছ হৃদয়ের বর্ণনা দিয়ে এবং সেই মহান ব্যক্তির জন্য নিজের সকল আপনজনকে কুরবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন:[৫৭]

صدقت وبلغت الرسالة صادقا ومت صليب العود أبلج صافيا
فدى لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآ بائي ونفسي ومماليا

"তুমি সত্য বলেছো আর রিসালাত পৌঁছে দিয়েছো সততার সাথে। তুমি ঋজুস্তম্ভের মতো সঠিক ও স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে ইন্তিকাল করেছো;

সুতরাং আল্লাহর রাসূলের জন্য আমার মা, আমার খালা উৎসর্গ হোক। (আরো উৎসর্গ হোক) আমার চাচা, আমার বাবা আর আমার অস্তিত্ব ও সকল সম্পদ।"

হযরত আরওয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিয়োগ ব্যথায় এতটাই ব্যথিত ও শোকাহত হয়েছেন যেন তিনি শোকের অতিশায্যে পাথরে পরিণত হয়েছেন। এত বড় বিপদ যেন তাঁর জীবনে আসবে না। এত বড় বিয়োগান্ত ঘটনা কারো জীবনে আসতেই পারে না। যদি রাসূল জীবিত থাকতেন তবে তাদের সৌভাগ্য হতো তাঁকে দেখার আর তাঁর সাহচর্য লাভ করার। কারণ তাঁরা তাঁর দর্শন লাভে সব সময় উদগ্রীব থাকতেন।[৫৮] কিন্তু রাসূলের ব্যপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। যে সিদ্ধান্ত কার্যকর কখনই কম বেশী হয় না।[৫৯] তাই দুঃখ ভরা কণ্ঠে আরওয়ার অভিব্যক্তি:[৬০]

لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن لما أخشى من الهرج آتيا
كأن على قلبي لذكر محمد وما خفت من بعد النبي المكاويا
فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا وكلن أمره كان ماضيا

"তোমার জীবনের কসম! আমি কিন্তু নাবীজীর বিয়োগ ব্যথায় কাঁদছিনা কিন্তু আমি কাঁদছি ভবিষ্যতে আগত আপদ বিপদের জন্য;

আমার হৃদয়ে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি গভীর ভাবনা বিদ্যমান। আমিতো রাসূল (সা.) এর তিরোধানের পর শত সমস্যাকেও কোন সমস্যা মনে করিনা;

মানুষের মহান রব যদি মুহাম্মাদ (সা.) কে বাঁচিয়ে রাখতেন, তবে আমরা সৌভাগ্য মণ্ডিত হতাম। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত তো কার্যকর হবারই।"

রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালে উম্মত নাবী হারা হয়েছে। উম্মতের প্রতি রাসূলের ঋণ আর কুরবানী কখনই পূরণীয় নয়। তাই উম্মতের উচিৎ নাবীর প্রতি দরূদ আর ছালাম পাঠ করা, যা উম্মতের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আবশ্যকীয় হুকুম।[৬১] আর তাই আরওয়া (রা.) রাসূলের প্রতি ছালাম ও দু'আ পাঠ করে এবং রাসূল দুহিতা ফাতিমা (রা.) কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন:[৬২]

عليك من الله السلام تحية وأدخلت جنات من العدن راضيا
أ فاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثرب ثاويا

"আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অজস্র সালাম ও অভিবাদন। আপনি অবশ্যই জান্নাতের বাগানে সন্তুষ্টচিত্তে প্রবেশ করবেন;

হে ফাতিমা! মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিপালক মহান আল্লাহ শান্তি বর্ষিত করুক সেই কবরের উপর যাকে ইয়াছরিবের মাটি ঢেকে রেখেছে।"

হিন্দা বিন্ত রাবি'আ (রা.): তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভাতিজি। তাঁর বাবা রাবি'আ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চাচাতো ভাই। তাঁর পুরো পরিচয় হিন্দা বিন্ত রাবি'আ বিন হারেছ ই

বন আব্দুল মুত্তালিব। তিনি মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।[৬৩] রাসূল (সা.) এর ওফাতে তিনি এতটাই মর্মাহত হন যেন, আরাম, নিদ্রা, সুখ সব কিছুই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেয়। বিষণ্নতায় ভরে যায় তাঁর জীবন। অহর্নিশ এক অজানা দুঃখে তিনি হাহাকার করে ফিরতে থাকেন। যেমন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বলেন:[৬৪]

آب ليلي علي بالتسهاد وجفا الجنب غير وطء الوساد
واعترتني الهموم جدا بوهم لأمورٍ نزلن حقا شداد

"বিনিদ্র রজনী বারে বারে আমার নিকট ফিরে আসে, আর বিছানায় মিলিত হওয়া ছাড়াই (আমার) পার্শ্ব শুকিয়ে যায়;

তাঁর বিরহ ব্যাথা আমাকে বিভিন্ন স্মৃতির মাধ্যমে সীমাহীন ক্লান্ত করে তোলে, যে স্মৃতিগুলো বাস্তবের রূপ ধরে আমার সামনে ভেসে উঠে।"

হিন্দা বিন্ত রাবি'আ রাসূলের বিয়োগে ব্যথিত চিত্তে হাহাকার করেছেন। তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যার সৌন্দর্য ছিল তাঁর চরিত্রে, তাঁর ব্যবহারে, তাঁর অবয়বে। সাহাবী জাবের (রা.) চাঁদ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সৌন্দর্যের মাঝে রাসূলের সৌন্দর্যকেই অধিক সুন্দর বলেছেন।[৬৫] আর বংশ পরিচয়ে তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বংশের সন্তান।[৬৬] আর চরিত্র মাধুর্যে ছিলেন সকলের অনুকরণীয়। হযরত আনাস দশ বছর রাসূলের খেদমত করেছেন কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে কোন কাজের ভুলের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট থেকে উহ শব্দও শোনেননি।[৬৭] আর ওয়াদা পালন ও বিশ্বস্ততায় তিনি এমনই এক মহাপুরুষ ছিলেন যে, হিজরতের কঠিন সময় কাফেরদের নিকট বন্দী হওয়ার শঙ্কার মুহূর্তেও কাফেরদের গচ্ছিত আমানাত তাদের ফেরত না দিয়ে হিজরত করেননি।[৬৮]

সেই রাসূলের ওফাতে তাঁর প্রশংসা করে হিন্দা (রা.) বলেন:[৬৯]

طيب العود والضريبة والشيـ ـمة محض الأنساب واري الزنا
أبلج صادق السجية عف صادق الوعد منتهى الرواد
عاش ما عاش بالبرية برا ولقد كان نهمة المرتاد

"তাঁর গঠন ছিল সুঠাম, স্বভাব ছিল কোমল, চরিত্র ছিল মহৎ। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বংশীয় এবং সর্বক্ষেত্রেই সফল;

তিনি ছিলেন সবার কাছে সমাদৃত, নম্র-ভদ্র স্বভাবের, নিষ্কলুষ, ওয়াদা পুরণকারী ও মহৎ আদর্শের মিনার;

আমৃত্যু তিনি ছিলেন মানবতার ব্যথায় ব্যথিত, মানবতার শ্রেষ্ঠ উপমা, আরো ছিলেন পথহারা পথিকের সুপথের দিশা।"

মহান এ রাসূলের যখন বিদায় নেয়ার সময় হলো তখন যেন তাঁর জন্য জান্নাতকে সাজানো হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) চলে গেলেন কিন্তু উম্মত তা কীভাবে সহ্য করবে। এই বিরহ ব্যথা সহ্য করা উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়। বৃষ্টির পানির মত যদি চোখের অশ্রু প্রবাহিত করা হয় বা চোখের পানিতে যদি তৃষ্ণার্ত মরুভূমিকে ভিজে দেয়া হয়, তবুও যেন এ শোক ভুলবার নয়। আর তাই হিন্দা (রা.) বলেন:[৭০]

ثم ولى عنا فقيدا حميدا فجزاه الجنان رب العباد
يا عين جودي بدمع منكِ وابتدري كما تنزل ماء الغيث فانثعبا

"তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন অফুরন্ত প্রশংসিত হয়েই। সকল বান্দার প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের প্রশংসিত স্থানের অধিকারী করুন;

অঝোরে অশ্রুসিক্ত হে আঁখি! তুমি আরো অশ্রু ফেলো, আরো কাঁদো, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে যেভাবে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়।"

সাফিয়া (রা.):তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ফুফু এবং শহীদদের সর্দার আমীর হামযাহ (রা.) এর সহদোরা।[৭১] ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। তিনি একজন উঁচু মানের কবি এবং সাহসী মহিয়সী ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি সাহসীকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন।[৭২]রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালে তিনি চরম ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং রাসূলের শোকে শোকগাথা রচনা করেন। রাসূলের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর কষ্টকে হালকা করতে অঝোরে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছেন। তাঁর চোখের অশ্রু যেন কখনই ফুরাবার নয়। প্রিয় রাসূলের প্রেম যেন তাঁকে আকুল করে তুলেছিল। যে রাসূল ছিলেন হেদায়েতের মূর্তপ্রতীক। আর যে রাসূল অন্ধকার জগৎকে আলোকিত করে তুলেছিলেন। সেই রাসূলের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন:[৭৩]

أعيني جودا بدمع سجم يبادر غربا فما ينعدم
أعيني فاسحنفرا واسكبا بوجد وحزن شديد الألم
على صفوة الله رب العباد ورب السماء وباري النسم
على المرتضى للهدى والتقى وللرشد والنور بعد الظلم

"প্রিয় আঁখিদ্বয়! আমার চোখের অশ্রু শেষ হওয়ার আগেই আমাকে অশ্রু দিয়ে সাহায্য করো, যেন আমার অশ্রু ফুরিয়ে না যায়;

তোমরা আমায় আরো অশ্রু দিয়ে সাহায্য করো, আর তোমরাও তাঁর বিরহে দুঃখ বেদনা নিয়ে বেশি বেশি অশ্রু ফেলো;

অশ্রু ফেলো সব কিছুর স্রষ্টা, আসমান-জমিনের রব ও সব মানুষের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত নাবীর প্রেমে মত্ত হয়ে;

তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত, আল্লাহভীতি, হেদায়েতের মূর্তপ্রতীক। (তিনি মূর্খতার) অন্ধকার দূর করে সর্বত্র জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই ধরাধামে নাই। এই শোক যেন উম্মতের সহ্যের বাহিরে। উম্মত তার অশ্রু ঝরাবে, অনিদ্রায় জেগে থাকবে। যে অনিদ্রা, যে অশ্রু আর শোকগাথা উম্মতের হৃদয়ে সামান্য হলেও সান্ত্বনা যোগাবে। কেননা তিনিতো সেই রাসূল যার মর্যাদার কথা স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন এবং তাঁকে কাওছার দানে ধন্য করেছেন।[৭৪] সুতরাং সেই নাবীর প্রতি শোকগাথা রচনা করে হযরত সাফিয়া (রা.) বলেন:[৭৫]

عين جودي بدمعة وسهود واندبي خير هالك مفقود
واندبي المصطفى بحزن شديد خالط القلب فهو كالمعمود
كدت اقضي الحياة لما أتاه قدر خط فى كتاب مجيد

"ওহে চোখ! তুমি আমায় আরো অনিদ্রা ও অশ্রু দাও, প্রিয়তম হাবীবকে হারানোর ব্যথায় আরো শোক প্রকাশ কর;

নয়নমণি কাঙ্খিতজন হাবীবে মুস্তফার বিয়োগে ব্যথাতুর মনে শোকগাথা গাও, যে সুর মন ছুয়ে যায়, হৃদয়ে সান্ত্বনা জাগায়;

মহিমান্বিত কুরআনে তাঁর যে মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে তা নিয়েই আমার বাকি জীবন কেটে যাবে।"

হযরত সাফিয়া (রা.) তাঁর শোকগাথায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কে চিত্রিত করেছেন উম্মতের প্রতি দয়ালু, স্নেহ পরায়ণ ও ভালবাসায় অন্তপ্রাণ এক মহামানব হিসেবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতের প্রতি এতটাই দয়ালু ছিলেন যে, ইতিহাস সাক্ষী দেয়, তায়েফের ময়দানে কাফের কর্তৃক চরমভাবে অত্যাচারিত ও আহত হওয়ার পর জিব্রাঈল কর্তৃক তায়েফবাসীকে ধ্বংসের আবেদনও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৭৬] আল্লাহর কাছে সেই রাসূলের সম্মান ও মর্যাদার কথা ফুটে ওঠে সাফিয়ার কবিতায়:[৭৭]

فلقد كان بالعباد رؤوفا ولهم رحمة وخير رشيد
رضي الله عنه حيا وميتا وجزاه الجنان يوم الخلود

"তিনি ছিলেন উম্মতের প্রতি দয়ালু, দয়াপরবশ। আরো ছিলেন সবার জন্য রহমত ও সুপথের দিশারি;

আল্লাহ তা'আলা ছিলেন জীবন-মরণে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাঁর প্রতিদান হবে অনন্তকালের জান্নাত।"

রাসূল (সা.) বিহনে হযরত সাফিয়া (রা.) এর হৃদয় যেন ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। যেমন কোনো মা তার প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে বিচলিত হন। যেন চতুর্মুখী দুঃখ আর কষ্টে তিনি হাহাকার করে ফিরছেন। রাসূলকে এত ভালোবাসার পরও যেন তাঁর হৃদয় তৃপ্ত হচ্ছে না। কারণ রাসূল হারানোর সেই কষ্ট যেন সব কিছুই স্তব্ধ করে দিয়েছে। সাফিয়া (রা.) এর ভাষায়:[৭৮]

لهف نفسي وبت كالمسلوب أرق الليل فعلة المحروب
من هموم وحسرة ردفتني ليت أني سقيتها بشعوب
حين قالوا إن الرسول قد أمسى وافقته منية المكتوب

"যখন তারা বললো যে, রাসূল (সা.) আজ তাঁর মহান রবের সাথে মিলিত হয়েছেন, চরম সত্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেছেন;

তখন আমি দুঃখিত, ভারাক্রান্ত হয়ে গেলাম। সন্তানহারা শোকাতুর নারীর মতো এখন বিনিদ্র রজনী কাটছে। দুঃখের পর দুঃখ আর নানা কষ্ট ও যন্ত্রণা একের পর এক আজ আমার পিছু নিয়েছে;

হায়! যদি এমন ভালোবাসায় কাতর হয়ে যেতাম তাঁর জীবদ্দশায়।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পরে তাঁর পবিত্র দেহ মুবারক দেখে সকল সাহাবীই আবেগতাড়িত ও বেদনাক্লিষ্ট হয়েছেন। একটি ডোরাকাটা চাদরে প্রিয় রাসূল (সা.) কে ঢেকে রাখা হয়েছে।[৭৯] তাঁর প্রিয় সাহাবীরা তাঁর ঘরে ঢুকে রাসূল (সা.) কে দেখে যাচ্ছেন। আবূ বাকর (রা.) ঘরে ঢুকে রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁর কপালে চুম্বন দিয়ে বলেন ইয়া নাবী আল্লাহ, ইয়া খলিলুল্লাহ, ইয়া ছফিউল্লাহ।[৮০] তেমনিভাবে সাফিয়া (রা.) এর এ করুণ দৃশ্য দর্শনে যখন মাথার কালো চুল সাদা হবার উপক্রম হয়েছিল। রাসূল ছাড়া তাঁর বসবাসের ঘর আর তাঁর স্মৃতি যেন তাঁকে কাতর করে তুলেছিল। তাইতো তিনি বলেন:[৮১]

إذ رأينا أن النبي صريع فأشاب القذال أي مشيب
إذ رأينا بيوته موحشات ليس فيهن بعد عيش حبيبي
أورث القلب ذاك حزنا طويلا خالط القلب فهو كالمرعوب

"যখন দেখলাম রাসূল (সা.) এর নিথর দেহখানা মাটিতে পড়ে আছে, তখন আমরা অসহনীয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেলাম। যে ব্যথা-বেদনা মুহূর্তেই কালো কেশগুচ্ছ সাদা করে দেয়;

মনে হলো তাঁর অবর্তমানে বসবাসের কামরাগুলো যেন নির্জন জনশূন্য;

একটু একটু করে দানাবাঁধা কষ্টগুলো আজ দীর্ঘরূপ ধারণ করেছে। অব্যক্ত ব্যথায় আজ আমি কাতর, দিশেহারা।"

সাফিয়া (রা.) রাসূল (সা.) এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। রাসূলের ভালোবাসাকে হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়েছিলেন। সেই রাসূলকে হারিয়ে তিনি কীভাবে বেঁচে থাকবেন। এ কষ্ট আর চিন্তা তাঁকে তাড়া করে ফিরছিল। তাই তিনি নিজের কষ্টের কথা মহান আল্লাহকে নিবেদন করে বলেন:[৮২]

ليت شعري وكيف أمسي صحيحا بعد أن بين بالرسول القريب
أعظم الناس في البرية حقا سيد الناس حبه في القلوب
فإلى الله ذاك أشكو وحسبي يعلم الله حوبتي ونحيبي

"হায়! প্রিয়তম হাবীবকে ছেড়ে আমি কীভাবে ভালো থাকবো?

ভূপৃষ্ঠে তিনিই সবচে মহান, মানবকুলের সেরা। তাঁর প্রতি আবেগ ও ভালোবাসা হৃদয়ের গহিনে গ্রোথিত;

আমার এত দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ আল্লাহর কাছেই জানাচ্ছি। কারণ, আমার ভালো-মন্দ সবকিছু তিনিই জানেন।"

হযরত সাফিয়ার কান্নার যেন কোনো শেষ নেই। এ দুঃখের যেন কোনো পরিসমাপ্তি নেই। এই দুঃখ হলো পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক, যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র কুরআন,[৮৩] সেই রাসূল (সা.) এর প্রেমের কারণে। যে নাবী ছিলেন বিশ্ববিজেতা, সর্বশেষ নাবী,[৮৪] এবং বিশ্বজগতের রহমত,[৮৫] সাফিয়ার ভাষায়:[৮৬]

عين من تندبين بعد نبي خصه الله ربنا بالكتاب
فاتح خاتم رحيم رؤوف صادق القول طيب الأثواب
مشفق ناصح شفيق علينا رحمة من إلهنا الوهاب

"যে নাবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন, তাঁর অবর্তমানে বলো তুমি কার জন্য অশ্রু ঝরাবে;

তিনি ছিলেন বিজেতা, সর্বশেষ নাবী, দয়ালু, স্নেহপরায়ণ, সত্যবাদী, সুবাসিত;

আমাদের প্রতি (তিনি আরো ছিলেন) কল্যাণকামী, উপদেশ প্রদানকারী ও অনুগ্রহশীল, আল্লাহ তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।"

'আতিকা বিন্‌ত 'আবদুল মোত্তালিব (রা.): তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ফুফু এবং আব্বাস (রা.) এর সহদোরা। জাহেলী যুগে আবূ উমাইয়্যাহ ইবন মুগিরার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। আতিকা (রা.) মক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বদর যুদ্ধের পর মদীনায় হিজরত করেন।[৮৭] ভাতিজা রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং রাসূলের শোকে কেঁদে কেঁদে শোকগাথা রচনা করেন।

রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালে শোকস্তব্ধ আতিকা (রা.) নিজের চোখকে তার পানির অবারিত ধারা বিসর্জন দেয়ার জন্য আর্তনাদ করেন। কেননা তাঁর সম্মুখে তাঁর প্রিয় ভাতিজা, আল্লাহর নাবী ইন্তিকাল করেছেন। যিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রচারে নিদারুণ কষ্ট করেছেন, কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করেছেন। শুধু তাই নয় কাফেররা মক্কায় রাসূলকে একা পেয়ে তাঁরই চাদর দিয়ে পেঁচিয়ে তাঁকে এমন অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছিল যে কষ্ট দেখে আবূ বাকর (রা.) কেঁদে দিয়ে বলেছিলেন:[৮৮]

اتقتلون رجلا أن يقول ربى الله.

অর্থাৎ তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও? যিনি বলেন আল্লাহ আমার প্রতিপালক।

সেই রাসূল আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ দৃশ্য সহ্য করবার নয়। তাইতো হযরত আনাছ বলেছিলেন, যেদিন রাসূল ইন্তিকাল করেছেন সেদিনের চেয়ে কোনো অসুন্দর দিন তিনি দেখেন নি।[৮৯] রাসূল হারানোর সেই কষ্ট ফুটে উঠেছে 'আতিকা (রা.) এর শোকগাথায়। যেমন তিনি বলেন:[৯০]

أعيني جودا بالدموع السواجم على المصطفى بالنور من آل هاشم
على المصطفى بالحق والنور والهدى وبالرشد بعد المندبات العظاءم
وسحا عليه وابكيا ما بكيتما على المرتضى للمحكمات العزاءم

"ওহে চোখ হাশেমী বংশের নির্বাচিত নাবী (মুহাম্মদ সা.) এর উপর তুমি প্রবলভাবে ঝড়ানো অশ্রুদিয়ে আমাকে সাহায্য করো, যিনি হেদায়েতের আলো সঙ্গে এনেছিলেন;

তুমি আরো অশ্রু বর্ষণ করো সেই নির্বাচিত নাবীর উপর যিনি ব্যাপক অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার পর সত্য, আলোকবর্তিকা ও হেদায়েত সহকারে প্রেরিত হয়েছেন;

তোমরা (তাঁর বিরহে) বিলাপ করো এবং সাধ্যমত ক্রন্দন করো আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত নাবীর উপরে, (তাঁর) বিধিবদ্ধ নির্দেশনার (প্রচারের) কারণে।"

রাসূল (সা.) তাঁর রেসালতী জীবনে হাজারো দুঃখ আর কষ্টকে হাসি মুখে বরণ করেছিলেন। কাফেররা তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে। এমনকি মক্কী জীবনে রাসূল (সা.) বাইতুল্লায় নামায আদায় করা অবস্থায় কাফেররা তাঁর উপর উটের নাড়ীভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে অপদস্থ করেছে।[৯১] কিন্তু রাসূল (সা.) ছিলেন ধৈর্যের প্রতীক। তিনি ধৈর্য্য ধরেছেন, আল্লাহ তাঁকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। রাসূলের উদরাতা, বদান্যতা, সহিষ্ণুতা তথা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এতটাই উচু মানের ছিল যে, হযরত আয়েশা কে রাসূল (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন রাসূলের চরিত্র হল পবিত্র কুরআন।[৯২] এমন মহান মহানুভব ব্যক্তির তরে অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া উম্মতের কি কোন উপায় আছে? তাইতো আতিকা (রা.) দুঃস্থের সহায়, অসহায়ের শেষ আশ্রয় প্রিয় রাসূলের শোকে শোকগাথা রচনা করে বলেন:[৯৩]

على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والإسلام بعد المظالم
على الطاهر الميمون ذي الحلم والندى وذي الفضل والداعي لخير التراحم
فجودا بسجل واندبا كل شارق ربيع اليتامى في السنين البوازم

"কাঁদো তাঁর জন্য অনেক জুলুম-নির্যাতন ও অবিচার-উৎপীড়ন সহ্য করার পর আল্লাহ যাকে মনোনীত করেছেন দ্বীন ইসলামের বাহক হিসেবে, ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে, আল্লাহভীতির মূর্তপ্রতীক করে;

কাঁদো সেই পবিত্রতম ও বরকতময় সত্তার বিরহে যিনি ছিলেন সহিষ্ণু, উদার, বদান্য, অনুগ্রহশীল ও সহানুভূতিশীল;

যখন পৃথিবীময় বর্বরতা ও পশুত্বের ছয়লাব তখন তিনি এসেছিলেন রাহবার হয়ে, অসহায়দের আশ্রয় হয়ে, তাই তাঁর জন্য কাঁদো।"

প্রিয় রাসূলের জন্য হাজারো অশ্রু বিসর্জন যেন হযরত 'আতিকা (রা.) এর নিকট অপ্রতুল মনে হচ্ছিল। জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তিরধানের দৃশ্য কিভাবে সহ্য করা যায়। তাইতো তাঁর শোকগাথায় ফুটে উঠেছে তাঁর আর্ত হাহাকার। যেমন তিনি বলেন:[৯৪]

ياعين جودي مابقيت بعبرة سحا على خير البرية أحمد

ياعين فاحتفلي وسحي واسجمي وابكي على نور البلاد محمد
أنى- لك الويلات- مثل محمد في كل ناءبة تنوب ومشهد
فابكي المبارك والموفق ذا التقى حامي الحقيقة في الضريح الملحد

"ওহে নয়ন! তুমি বাকীটা জীবন শ্রেষ্ঠ মানব আহমদ (সা.) এর বিরহে কেঁদে যাও;

ওহে চোখ! নুরে মুহাম্মাদ (সা.) এর জন্য তুমি এক সাথে সর্বদা অশ্রু ঝড়াও;

রাসূল (সা.) এর বিরহ ব্যথার মতো ব্যথা তুমি আর কিসে পাবে, তাঁর মৃত্যু দৃশ্যের মতো কষ্টদায়ক আর কোন দৃশ্য দেখবে?

কবরে শায়িত সেই নাবীর জন্য কাঁদো, যিনি সর্ববরকতময়, সৌভাগ্যবান, আল্লাহভীরু এবং সত্যাশ্রয়ী।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রেম, ভালোবাসা আর মমতা হযরত 'আতিকা (রা.) কে এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, যেন তিনি তাঁর বাকী জীবন রাসূলের শোকে অশ্রু বিসর্জন দিয়েও স্বস্তি পাবেন না। কেননা রাসূল (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মাঝে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সেই প্রিয় রাসূলের প্রতি যথাযথ শোক প্রকাশ না করলে এটা রাসূলের প্রতি অবিচার করা হবে। তাইতো তিনি বলেন:[৯৫]

عيني جودا طوال الدهر وانهمرا سكبا وسحا بدمع غير تعذير
ياعين فاحنفري باالدمع واحتفلي حتي الممات بسجل غير منزور
ياعين فانهملي بالدمع واجتهدي للمصطفى دون خلق الله بالنور
بمستهل من الشؤبوب ذي سبل فقد رزءت نبي العدل والخير

"ওহে চোখ! বাকিটা জীবন অকৃত্রিমভাবে সর্বদা প্রবল বেগে অশ্রু ফেলো;

তুমি আমৃত্যু অনেক অশ্রু ঝরাও। যা কখনো নিঃশেষ হবে না, দুঃখে কাতর হয়ে জমেও যাবে না;

হে চোখ! তুমি আসূ ফেলো শুধুই হাবীবে মুস্তফার তরে, অন্য সব মাখলুকের প্রীতি তাঁর প্রীতির কাছে হীন নগণ্য; প্রবলভাবে বর্ষিত এক পশলা বৃষ্টির মতো কাঁদো। অন্যথায় কল্যাণের নাবী, ন্যায়ের নাবীর প্রতি যে অবিচার করা হবে।"

হযরত ফাতেমা (রা.): তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদুরি ছোট মেয়ে। রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের সময় তাঁর সন্তানদের মাঝে একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন। রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। সহী বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালে হযরত ফাতেমা (রা.) কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, আব্বাজান! তিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আব্বাজান! জান্নাতুল ফেরদৌস যার ঠিকানা।[৯৬] ফাতেমা (রা.) প্রিয় পিতা শেষ রাসূল (সা.) কে হারিয়ে আজ দিশেহারা। হাজারো অশ্রু ঝরিয়ে তিনি স্বীয় পিতা হারানোর মাঝে হারিয়ে যাওয়া অনাথ ও দুর্বলদের আশার আলো প্রিয় রাসূলের কথা স্মরণ করেন। যাকে হারিয়ে শুধু দুঃখী আর অনাথরাই নয় বরং আকাশ, পাহাড়, বন-বনানী আর প্রকৃতিরও বিষাদের দৃশ্য যেন অবলকন করছেন। যেখানে রাসূলের বিচরন ছিল তার সবই যেন আজ হাহাকার করছে। আর হাহাকার করবেই না কেন? যে রাসূলের জীবদ্দশায় মসজিদের নতুন আসন তৈরির ফলে যেখানে শুষ্ক খেজুর গাছ মানুষের মত ক্রন্দন করেছে।[৯৭] সেখানে রাসূলকে হারিয়ে ফেলে তাঁর সাহাবীদের অবস্থা কত করুণ হবে তা সহজেই অনুমেয়। তাইতো ফাতেমা (রা.) বলেন:[৯৮]

قل صبي وبان عني عزاءي بعد فقدي لخاتم الأنبياء
عين يا عين اسكبي الدمع سحا ويك لا تبخلي بفيض الدماء

"শেষ নাবী (সা.) কে হারিয়ে আজ আমি অধৈর্য, সান্ত্বনা পাচ্ছিনা কিছুতেই।

তাই চোখ ওহে চোখ! তুমি প্রচুর অশ্রু ঝরাও , একটুও কৃপণতা করো না।"

তিনি আরো বলেন:[৯৯]

يا رسول الإله يا خيرة الله وكهف الأيتام والضعفاء
قد بكتك الجبال والوحش جمعا والطير والأرض بعد بكي السماء

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হলেন শেষ্ঠ মানব, আপনি ছিলেন অসহায়-দুর্বল, অনাথ-এতিমের আশ্রয়স্থল; আপনার বিরহে কাঁদছে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল। আরো কাঁদছে পশু-পাখি আসমান ও জমিন।"

হযরত ফাতেমা (রা.) আরো বলেন:[১০০]

وبكاك الحجون والركن والمشـ ـعر ياسيدي مع البطحاء
وبكاك المحراب والدرس للقر آن في الصبح معلنا والمساء

"(ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আপনার বিরহে কাঁদছে বাহতা, মাশআরুল হারাম, বায়তুল্লাহর রুকন ও হাজুন পাহাড়; আরো কাঁদছে মসজিদের মিহরাব এবং প্রত্যহ সকাল বিকেলের কুরআনের দরস্।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় যখনই কোন বিপদ বা সমস্যা হতো তখনই তিনি তাঁর পিতা রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে সান্ত্বনা লাভ করতেন। এ সবই যেন আজ শুধুই স্মৃতি। জীবনে নানাবিধ প্রয়োজনে যখনই তিনি রাসূলের কাছে গেছেন, রাসূল তাঁকে তা দিতে পারেননি ঠিকই, যেমন অনেক কষ্টের পরে রাসূলের কাছে একটা দাস চাইলে রাসূল (সা.) তাঁকে তা না দিয়ে রাতে শয়নের পূর্বে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ আল্লাহু আকবার বলার পরামর্শ দিয়ে সান্ত্বনা দেন।[১০১] এ সান্ত্বনা তো তিনি আর লাভ করতে পারবেন না। তাই রাসূল হারানোর কষ্ট কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে তিনি বলেন:[১০২]

قد كنت لي جبلا ألوذ بظله فاليوم تسلمني لأجرد ضاح
قد كنت جار حميتي ماعشت لي واليوم بعدك من يريش جناحي
وأغض من طرفي وأعلم أنه قد مات خير فوارسي وسلاحي
فالله صبرني على ماحل بي مات النبي قد انطفى مصباحي

"আপনি তো ছিলেন বিস্তৃতছায়াবিশিষ্ট সুউচ্চ পাহাড়ের মতো, যার ছায়াতলে আমরা সর্বদা থাকতাম আরামে নিরাপদে। আজ রৌদের উন্মুক্ত প্রান্তে উদ্ভান্ত;

আপনি আমৃত্যু ছিলেন আমার শক্তি-সাহসের উৎস। আপনার পর এখন কে আমাকে শক্তি-সাহস দেবে?

আজ শুধু তাঁকে খুঁজে ফিরি, জানি আমি হারিয়েছি এক প্রিয়কে যিনি ছিলেন আমার জন্য ঢালস্বরূপ, ছিলেন আমার একমাত্র আশ্রয়;

নাবী (সা.) এর ইন্তিকালে আমার আশার আলো নিভে গেছে। তাঁর বিরহ ব্যথায় আল্লাহ আমাকে ধৈর্য ধারণের তাওফিক দান করুন।"

হিন্দা বিন্ত আসাসা: হিন্দা বিন্ত আসাসা ইবন আব্বাদ (রা.) জাহিলী যুগে বড় একজন কবি ছিলেন[১০৩]। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই সত্য ধর্মে দীক্ষিত হন এবং কুরাইশদের নির্যাতনে শিকার হয়ে মদিনায় হিজরত করেন।[১০৪] রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে পড়েন। ব্যথা ভরা হৃদয়ে তিনি রাসূলের উপর শোকগাথা রচনা করেন।[১০৫] রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা

আর আনুগত্যে নিবেদিত প্রাণ হিন্দা বিন্‌ত আসাসা রাসূলের বিহনে চরমভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। রাসূলের মৃত্যুর সংবাদ তাঁর হৃদয়কে যেন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। রাসূল (সা.) এর মাঝে বেঁচে থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর বাসনা যেন তাঁকে অস্থির করে তোলে। যদিও তিনি জানেন আল্লাহর সিদ্ধান্তই চিরসত্য এবং অলঙ্ঘনীয়। তাঁর সেই আক্ষেপ আর দুঃখ যেন বিষাদ হয়ে ঝড়ে পড়ে নীচের কবিতায়:[১০৬]

ألا ياعين فابكي لا تملي فقد بكر النعي بمن هويت
وقد بكر النعي بخير شخص رسول الله حقا ماحييت
ولو عشنا ونحن نراك فينا وأمر الله يترك مابكيت

"হে আমার অশ্রু নির্ঝর চক্ষুদ্বয়! তুমি কাঁদো ক্লান্তিহীন অবিশ্রান্ত। কারন আমি যাকে প্রাণাধিক ভালোবাসি আজ তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়েছে;

জগতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সত্যনিষ্ঠ রাসূল (সা.) এর শোকবার্তা আজ ইথারে ইথারে শোনা যায়;

আমরা যদি আপনাকে পেয়েই জীবনাতিপাত করতাম! (কতইনা প্রশান্তিময় হত) কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ আমাদের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করেছে।"

জীবনের চলতি পথে সাহাবীগণ অনেক রকম বিপদেরই সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হারানোর মত বিপদ উম্মতকে যেন আর কখন বহন করতে হয়নি। এর থেকে বড় কোন বিপদ আর কখনই যেন উম্মতকে স্পর্শ করবে না। এ কষ্ট অব্যক্ত, অবর্ণনীয়। যে কষ্ট আর ব্যথা শুধু অন্তর্যামী আল্লাহ পাকই বুঝতে পারবেন। তাইতো তিনি বলেন:[১০৭]

لقد عظمت مصيبتنا وجلت وكل الجهد بعدك قد لقيت
إلى رب البرية ذاك نشكو فإن الله يعلم ما أتيت

"নিশ্চয় আমার উপর আপতিত বিপদ ভীষণ আকার ধারণ করেছে। আপনার পরে আমরা সমূহ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি;

আমরা রব্বুল আলামিনের কাছে এই আর্জি জানাই, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জানেন যা আমার (মনের আকাশে) উদ্ভাসিত হয়েছে।"

উপসংহার

নারী সাহাবীদের শোকগাথায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হারানোর কষ্ট, দুঃখ আর বেদনা এভাবেই শোক ও বিষাদের আবহ ছড়িয়ে রাসূল প্রেমিক লক্ষ কোটি প্রাণে প্রেমের সঞ্চার করেছে। এ সকল শোকগাথায় নারী সাহাবীদের দগ্ধ প্রাণের অব্যক্ত কথা প্রকাশ পেয়েছে যার মাঝে উম্মতের প্রতি রাসূল (সা.) এর মায়া, ত্যাগ-তিতীক্ষা আর ভালোবাসা এবং রাসূলের প্রতি উম্মতের অনুরাগ ও ভালোবাসা একাকার হয়ে মিশে গেছে। যুগ যুগ ধরে আরবী কাব্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এ শোকগাথা গুলো রাসূল প্রেমের অমর সাক্ষী হয়ে রয়েছে। নারী সাহাবীদের কাব্য সাধনায় রাসূলের উপর রচিত এ সকল শোকগাথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর কাব্য প্রেমিকদের নিকট রাসূল প্রেমের অনন্য নজির হয়ে থাকবে এবং চিরকাল উম্মতকে রাসূলের প্রেম ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করে চলবে।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জানুয়ারী, ২০১৩ খ্রী.) পৃ. ৪৬

২. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত লুবনান: দারুল ফিকর, ১৪১৬হি./১৯৯৬খ্রী.), পৃ. ২০৯

৩. আলআব লূইস শায়খূ আল ইয়াসূ'য়ী, *আনীসুল জুলাসা ফী শারহি দীওয়ানিল খানসা*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: আল মাতবা'আ আল কাছূলীকিয়্যাহ, ১৮৯৬ খ্রী.) পৃ. ২৪-২৫

৪. ড. মুহাম্মাদ আত তুনজী, *শা'ইরাতু ফী আসরিন নবুওয়াহ্* (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ২০০২ খ্রী.) পৃ. ২২

৫. ড. গাজী তালীমাত ও উরফান আল আশকর, *আশ শু'আরা ফী আসরীন নবুওয়াহ ওয়াল খেলাফাতি আর রাশিদাহ* (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ৪০৩

৬. *শা'ইরাতু ফী আসরিন নবুওয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৭. *আশ শু'আরা ফী আসরীন নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫।

৮. William Benton, *Encyclopaedia Britannica*, V-13 (Chicago: Britannica corporation, 1973), P: 325

৯. *শা'ইরাতু ফী আসরিন নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১০. *শা'ইরাতু ফী আসরিন নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১১. *আশ শু'আরা ফী আসরীন নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

১২. জাবি যাদাহ 'আলী ফাহমী, *হুসনুস সাহাবা ফী শারহে আছারিস সাহাবা*, ১ খণ্ড (ইস্তাম্বুল: রওশন মাতবা'আ, ১৩২৪হি.), পৃ.২৯০

১৩. *শা'ইরাতু ফী আসরিন নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

১৪. *আশ শু'আরা ফী আসরীন নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯, ৪৩২

১৫. লুইস মা'লুফ আল মনজিদ (বৈরুদ: দারুল মাশারি, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ২৪৯

১৬. তদেব।

১৭. মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব আল ফিরোজাবাদী, কামুসূল মহীত, ২য় খণ্ড (বৈরুদ: মুয়াসাফাতুর রিসালাহ, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ১২৮৬

১৮. ইবন মানজুর, লিসারুল আরাব, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রী.) পৃ. ৬৩

১৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৪১৬

২০. উমার ফাররুখ, আল-মিনহাজ ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারিফিহী (বৈরুদ: দারুল ইলম্ লিল মাল্লায়ীন, ১৯৫৯ খ্রী.), পৃ. ১২৮

২১. ইনাম আল জুনদী, আর রায়িদ, ১ম খণ্ড (বৈরুদ: দারুদ রায়িদ আল আরাবী, ১৯৮৬ খ্রী.) পৃ. ১২৯

২২. আহম্মদ আল হাকিমী, জাওয়াহিরুল আদাব, ২য় খণ্ড (মিশর: আল বাকতাবাতুল তিজারিয়্যাহ্ কুবরা, ১৯৬০ খ্রী.), পৃ. ২৭

২৩. আল ইমাম হাফিজ ইমাদুদ্দীন আবীল ফিদা ইসমাইল ইবন কাসির আল কুরসী আদ দামেস্কি, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৫ম খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুস সফা, ২০০৩ খ্রী.) পৃ. ২১৫

২৪. সফীউর রহমান আল-মুবারকপুরী, *আর-রহীকুল মাখতুম* (আর রিয়া: মাকতাবাতু দারিস-সালাম, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ৪৬৫

২৫. তদেব

২৬. আল ইমাম শামছুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন উসমান আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারু ইবনুল জাওযী, ১৪৩৭ হি.), পৃ. ৩৯৩

২৭. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

২৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩

২৯. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৩০. *আর-রহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯
৩১. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৩২. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারু ইবন জাওযী, ২০১৭ খ্রী.), পৃ. ২০৪
৩৩. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
৩৪. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
৩৫. Muhammad 'Umar Faruq, Dr. Mahfuzur Rahman Akahnda, History of Islam Prophet Muhammad (SAAS) and khulafae Rashidin (Institute of Islamic thought Bangladesh, 2014), P. 211-212
৩৬. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৫ম খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
৩৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
৩৮. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রসুলের জীবন কথা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, পৃ. ৯২
৩৯. আব্দুল্লাহ আত-তানতাবী, *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, ১ম খণ্ড (দামেস্ক: দারুল কালাম ২০০৭ খ্রী/১৪২৮ হি.), পৃ. ৩০৩
৪০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবন মাজাহ্*, হাদিস নং-১৬৩৫, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৯ খ্রী.) পৃ. ৭৭
৪১. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, আল-আবকারিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ্, *মুহাম্মদ আস-সাদিক*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবুল লুবনানী, ১৯৮৪ খ্রী.) পৃ. ৮৮
৪২. তদেব।
৪৩. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪
৪৪. *মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-বানী*, *সহীহ আস-সীরাতুল-নবাবিয়্যাহ*, (আম্মান-আলউরদুন: আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্, ১৪২১ হি.) পৃ. ১৩৫; ড. সা'দ আল-মারসীফী, আল-জামিউস সহীহ লিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ, ১ খণ্ড (আল-কাহিরা: দারু ইবন কাসিক, ১৪৩০ হি.), পৃ. ৩৭-৩৮
৪৫. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
৪৭. আল কোরআন সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫-৪৬
৪৮. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
৪৯. ইবনে হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (মিশর: মুস্তফা আল-বাবিল হালাবী, ১৯৫৫ খ্রী.), পৃ. ৭৮, ৯০
৫০. *আল-লু'লুউল মাকনুন সীরাত বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০২১ খ্রী.) পৃ. ৩৩৮
৫১. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৩য় খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১
৫২. وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ*আল কুরআন*, *সূরা হাশর*, *আয়াত* ৭
৫৩. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
৫৪. মান্নাউল কাত্তান, *মাবাহিছু ফী উলুমীল কুরআন*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ ১৯৮৮ খ্রী.) পৃ. ১০১
৫৫. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদে রাব্বিহ আল-আনদালুসী, *আল ইফদুল ফারিদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ্, ১৯৮৩ খ্রী./১৪০৪ হি.) পৃ. ১৪৯
৫৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
৫৭. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২
৫৮. *মুহাম্মদ আস-সাদিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৫৯. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُم لا يَستَأخِرونَ ساعَةً وَلا يَستَقدِمونَআল কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত ৩৪
৬০. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

৬১. إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسليمًا আল কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬
৬২. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২
৬৩. আল-ইমাম ইযযুদ্দীন আবীল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল-জুরযী ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ৩৪৮
৬৪. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
৬৫. *আল-লু'লুউল মাকনুন সীরাত বিশ্বকোষ*, ১১তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৬৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহুল বুখারী আল-জামিউস সহীহ্, ২য় খণ্ড (কায়রো: দার ইবন জাওযী ২০১১ খ্রী.), পৃ. ১৬২
৬৭. *মুহাম্মদ আস-সাদিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৬৮. *মুহাম্মদ আস-সাদিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৬৯. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
৭০. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
৭১. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
৭২. তদেব।
৭৩. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
৭৪. إِنّا أَعطَيناكَ الكَوثَرَ আল কুরআন, সূরা কাওছার, আয়াত ১
৭৫. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
৭৬. *সহিহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০
৭৭. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
৭৮. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
৭৯. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮, আর-রাহীকুল মখতুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০
৮০. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
৮১. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
৮২. তদেব
৮৩. أَوَلَم يَكفِهِم أَنّا أَنزَلنا عَلَيكَ الكِتابَ يُتلىٰ عَلَيهِم আল কুরআন, সূরা আন কাবুত, আয়াত ৫১
৮৪. ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِن رِجالِكُم وَلٰكِن رَسولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيّينَ ۗ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمًا আল কুরআন, সূরা আহাযাব, আয়াত ৪০
৮৫. وَما أَرسَلناكَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمينَ আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭
৮৬. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
৮৭. *শা'ইরাতু ফী আসরিন নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
৮৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৮৯. *আর-রহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯-৪৭০
৯০. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩
৯১. *আল-লু'লুউল মাকনুন সীরাত বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯
৯২. ইমাম আবি হাসান মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাদ আন-নিসাবুরী, *সহি মুসলীম*, ১ম খণ্ড (কাইরো: দারুল হাদীস. ২০১০ খ্রী.) হাদীস নং- ৭৪৬, পৃ. ৫০২
৯৩. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩
৯৪. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪
৯৫. *তদেব*
৯৬. *আর-রহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯-৪৭০

৯৭. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৯৮. কিসমত দিরাসা আল ইসলামিয়্যাহ, *ফাতিমাতুযযাহারা ফি দিওয়ানিশ শি'রিল আরাবি*, (বৈরুত: ওয়াচ্ছাছাতুল বা'সাহ, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ১৫
৯৯. *তদেব*
১০০. *তদেব*
১০১. ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরিফ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রী.), হাদিস নং- ৩৪০৮, পৃ. ১০৯
১০২. *ফাতিমাতুয যাহারা'ফি দিওয়ানিশ শি'রিল আরাবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১০৩. *শা'ইরাতু ফী আসরিন নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
১০৪. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫
১০৫. *আল-আ'লামুন নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬
১০৬. *তদেব*
১০৭. *তদেব*